রাষ্ট্রকূট বংশ ঃ

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ ভারতে চালুক্যবংশের দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্রকূটগণ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রকূটগণের বংশপরিচয় বা তাদের প্রতিষ্ঠালাভের পথ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায় না। এ বিষয়ে মূল যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত আছে, সেগুলি হল—(ক) রাষ্ট্রকূটদের আদি অনুশাসন লিপিতে তাঁরা নিজেদেরকে মহাভারতের যদুবংশীয় রাজা *'সাত্যকীর বংশধর'* বলে বর্ণনা করেছেন। এমনকি রাষ্ট্রকূট-রাজাদের সভাকবিরা রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দকে 'ভগবান কৃষ্ণ' বলে বর্ণনা করেছেন। (খ) অনেকের মতে, অশোক শিলালিপিতে বর্ণিত 'রথিক' বা রাষ্ট্রীকগণই হল রাষ্ট্রকূটগণ। (গ) *বার্নেল*-এর মতে, এঁরা ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের 'রাড্ডি'দের বংশধর। (ঘ) ***অনন্ত আলতেকরের*** মতে, রাষ্ট্রকূটগণ ছিলেন কর্ণাটকের অধিবাসী, এঁদের মাতৃভাষা ছিল কানাড়ি। (ঙ) এ বিষয়ে ***ড. আর. সি. মজুমদারের*** বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, দক্ষিণ ভারতের 'রাষ্ট্রকূট' কথাটি সম্ভবত 'রাষ্ট্রের বা প্রদেশের প্রধান' অর্থে ব্যবহৃত।[1] *"The word Rastrakuta is used as the name of an official in early records of the Deccan, and probably indicates. 'The heads of a rastra of Province."* মনে করা যায়, রাষ্ট্রকূটবংশের প্রতিষ্ঠাতারা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠনের পরেও এই নামটি তাঁদের সঙ্গে থেকে যায়। পঞ্চম শতাব্দী থেকেই বহু রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রধান দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত ছিল বলে জানা যায়। এঁরা ছিলেন চালুক্যরাজাদের অধীন সামন্ত রাজা। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে এদের মধ্যেই কোনো একজন একটি শক্তিশালী রাজ্যগঠনের সূচনা করেন। রাষ্ট্রকূটবংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন **ইন্দ্র**, যিনি এক চালুক্য রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ইন্দ্রের পরবর্তী সময়ে সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র ***দন্তিদুর্গ*** (৭৫৩-'৫৮ খ্রিঃ)। দন্তিদুর্গের সময় থেকেই রাষ্ট্রকূটদের প্রকৃত উত্থান শুরু হয়।

দন্তিদুর্গের রাজ্যশাসনের সূচনা তাঁর পূর্বপুরুষদের মতোই চালুক্য রাজাদের অধীনস্থ সামন্তরাজা হিসেবে। ***ড. আলতেকরের*** মতে, দন্তিদুর্গ তাঁর প্রভু দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকে পল্লবদের বিরুদ্ধে কাঞ্চি

1. *R.C. Majumdar—Arcient India, P. 280.*

Scanned by CamScanner